২৩/০৩/১৫

দৈনিক স্টেটসম্যান।

বঙ্গদর্পণ

# উপেক্ষিত সাহিত্যিক বিমল মিত্র

কেওড়াতলা শ্মশান পেরিয়ে ২৯/১/১ চেতলা রোড (অধুনা মণি সান্যাল সরণী) -এর বাড়িটিকে এই শহরের ক'জন চেনেন? ক'জনই বা জানেন এখানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন নাগরিক সাহিত্যিক বিমল মিত্র। এখানেই বসে তিনি সৃষ্টি করেছেন কড়ি দিয়ে কিনলাম, সাহেব বিবি গোলাম, বেগম মেরি বিশ্বাস, আসামী হাজির — এমন সব যুগান্তকারী সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পর তিনিই সেই সাহিত্যিক যাঁর বই এই দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এমনকী ভিন্ন ভাষায় বিমল মিত্রের অনুবাদ করা বইয়ের আয়তন শরৎচন্দ্রের চেয়েও বেশি।

অথচ এমন একজন সাহিত্যিক যাঁর লেখায় কলকাতার গড়ে ওঠা, শহরটার ইতিহাস সবচেয়ে বেশি করে স্থান পেয়েছে তাঁর নামে কোনও রাস্তার নামকরণ করা হয়নি। কোনও স্মারক পুরস্কার নেই তাঁর নামে। এই শহরের অলি গলি রাজপথে তাঁর কোনও মূর্তি স্থাপিত হয়নি। সেই উপেক্ষার প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে বিমল মিত্র আকাদেমি নামে প্রতিষ্ঠানটি। বিমল মিত্রের কন্যা শকুন্তলা দেবী ও জামাতা কমলেশ বসু এবং বিমল মিত্র আকাদেমির সদস্যদের উদ্যোগে একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ও সাহিত্যিকের নিজস্ব বাসভবনের একতলায়। বিমল মিত্রের ১০৪ তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২[illegible] মার্চ সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচনে আসেন স্বয়ং রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল আকাদেমির নিজস্ব কার্যালয় তথা সাহিত্যিকের নিজের বাসভবনে। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সুনীল দাস, পল্লব মিত্র, শীতেশ শর্মা, মিত্র ঘোষ প্রকাশনার সবিতেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ।

রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী এদিন বিমল মিত্র এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সাহিত্যিক বিমল মিত্রকে। বললেন, কীভাবে বিমল মিত্র ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের ক্যানভাসে। হিন্দিতে অনূদিত বিমল মিত্রের প্রায় সব লেখাই পড়েছেন রাজ্যপাল। এদিন তাঁকে উপহার দেওয়া হল বিমল মিত্রের লেখা কড়ি দিয়ে কিনলাম বইটির হিন্দি সংস্করণ। হিন্দি ভাষায় বিমল মিত্রের লেখা বই এত বেশি অনুবাদ করা হয়েছে যে, মরিশাসে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে তাঁকেই যেতে হয়েছিল। বিদেশে অনেকেই হিন্দি সাহিত্যিক হিসেবেই চেনে এই আদ্যন্ত বাঙালি মানুষটিকে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রত্যেকেই বিমল মিত্রের সাহিত্যের মূল্যায়ন করেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ

চেয়েছেন তাঁর উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র বানাতে। সরফরোশ-এর পরিচালক ম্যাথু ম্যাথান চেয়েছিলেন বেগম মেরি বিশ্বাস উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র বানাতে। ঋতুপর্ণ ঘোষও সাহেব বিবি গোলাম রিমেক করতে চেয়েছিলেন। বিমল মিত্রের উপন্যাসের বহু চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন গুরু দত্ত, উত্তমকুমারের মতো কিংবদন্তি অভিনেতারা।

১৯৯১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে প্রায় চব্বিশটি বছর। কিন্তু এহেন সাহিত্যিককেও স্মরণীয় করে রাখতে কোনও সরকারি উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। তাঁর বহু এখন আউট অফ প্রিন্ট। বর্তমানে বিমল মিত্র আকাদেমির উদ্যোগে মিত্র ঘোষ থেকে বিমল মিত্রের রচনাবলীর পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে আগামী ৩১ মার্চ মিত্র ঘোষ প্রকাশনার সৌজন্যে। বিমল মিত্রের প্রয়াণের পর তাঁর নামাঙ্কিত স্মারক পুরস্কারের প্রবর্তন করেন তাঁর পরিবারের লোকজন।

কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে বিমল মিত্র আকাদেমি তাঁরই চেতলার বাসভবনে। আকাদেমির সেই হলটি সাজানো রয়েছে বিমল মিত্রের সৃষ্ট চরিত্রের চিত্রাঙ্কন করিয়ে। সুব্রত চৌধুরী, করুণাময় গুর, শ্যামলী বসু'র মতো প্রখ্যাত চিত্রীরা এঁকেছেন তিরিশটি এরকম ছবি। কোথাও উত্তমকুমার অভিনীত 'ভূতনাথ', কিংবা সাহেব বিবি গোলামের 'ছোটি বহু' এমন সব চরিত্র জীবন্ত হয়ে রয়েছে শিল্পীর রং তুলিতে। একেবারেই পারিবারিক ও অনুরাগী কিছু মানুষের উদ্যোগে এভাবেই বিমল মিত্রের ব্যক্তিগত বাড়িটিকে একটি ইতিহাসের আর্কাইভ করে তোলা

No.L-15012/29/2015-Jus-I
Government of India
Ministry of Law and Justice
Department of Justice
*****

Jaisalmer House, Man Singh Road,
New Delhi dated 17th March, 2015

**OFFICE MEMORANDUM**

Sub: Grievances Registration No.PMOPG/D/2015/30986 dated 09.02.2015 under CPGRAMS Portal sent by Shri Quazi Sadeue Hossain - regarding.

*****

A copy of grievances sent by Shri Quazi Sadeue Hossain, Asian Human Rights Society, 18, G.R. Road, Kolkata-700024, West Bengal Department of Justice is enclosed for taking action, as considered appropriate, under intimation to petitioners.

Yours faithfully

Sd/-

(M.P. Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tele #: 23072142

**The PPS to Hon'ble the Chief Justice,**
**Calcutta High Court,**
**Kolkata-600001.**

**Encl: As Above**

Copy for information to: - Shri Quazi Sadeue Hossain, Asian Human Rights Society, 18, G.R. Road, Kolkata-700024, West Bengal.

(M.P. Singh)
Under Secretary to the Government of India

A Joint venture Programme of N.G.O's,

URGE CENTRE TO FORM SPECIAL TASK FORCE UNDER UNION HOME MINISTRY

23rd March 2015

# NGOs seek stringent punishment in nun rape case

The Statesman Report

RAJIB CHAKRABORTY
rajibchakraborty@thestatesman.net
Kolkata, 22 March

Several NGOs are set to urge the Centre to form a special task force under the Union Home Ministry to monitor the inquiry in the septuagenarian nun rape case at Ranaghat.

The NGOs are seeking the help of the national and international bodies dealing with human rights to force the Centre to form a task force under the Union Home Ministry to monitor the entire inquiry till the time the case is brought to trial.

The NGOs have expressed their concern against attacks on minorities all over the world. Some are also demanding capital punishment for the culprits in the nun rape case.

Some of the NGOs members who had visited the spot have spoken to the hospital superintendent of the Ranaghat sub-divisional hospital to know about the medical condition of the nun and to plan send the information to several national and international bodies dealing with cases of cruelties against women. This move is also aimed to put pressure on the Centre and the state government to take proper measures for giving the perpetrators exemplary punishment.

Members of the Asian Front of Human Rights (AFHR) visited the spot and sent the information to National Human Rights Commission, National Women Rights Commission and Asian Human Rights Commission.

Vijay Kumar Singh, general secretary of the organisation, along with other members met the hospital superintendent to find out the medical details of the victim. "Many days have passed since the incident happened. We know that a CID inquiry has been ordered and the CBI is set to inquire the matter. But the miscreants are still at large, so people are losing confidence on administration," he said.

Members of the Durga Bahini have urged the United Nations so that women are not targeted again and they have also demanded better protection for them. "We have urged the United Nations to highlight the incident at international conferences so that this incident becomes an eye-opener for others," general secretary of Durga Bahini Mofagel Haque said.

Members of the Asian Human Rights Society (AHRS) said that their organisation is starting an awareness campaigning from Malda demanding stringent punishment for rape accuseds.

"We have already urged the Prime Minister Mr Narendra Modi to form a task force under the union home ministry, which will monitor the inquiry to court trial against the nun rape case, which will be helpful to book the culprits," an AHRS member said.

Ekla Chalo an organisation for urban and rural development is set to approach the state for capital punishment in rape cases. It has been learnt that the organisation has also held a seminar recently on "human rights and violence against women and children," in collaboration with Indian Council of Social Science Research (Eastern Regional Centre), under Union Ministry of Human Resource Development department and took into consideration the opinion of various people including lawyers, doctors and officials of the government regarding laws for protection of women.

# NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
## राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

**Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, Govt. of India**
विधि विभाग, कानून एवं विधि मंत्रालय, भारत सरकार
**12/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road New Delhi – 110011**
12/11 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011
**Tel. 011-23382778**
**011-23386176**
**Fax 011-23382121**


Dy.No.7370 /NALSA/LA-2014/ 6290
February 26, 2015

To,

The Secretary,
Supreme Court Legal Services Committee,
109, Lawyers' Chambers,
Post Office Wing, Supreme Court Compound,
New Delhi- 110 001.

Madam,

I am directed to forward herewith a copy of letter dated 27.01.2015 received from Shri Quazi Sadeque Hossain, Asian Human Rights Society enclosing therewith documents in respect of Shri Nepal Sardar lodged inAlipore Central Jail, Kolkata with a request to take appropriate action in the matter. An action taken report may please be sent to this Authority.

With regards

Yours faithfully

(R.V. SINGH)
UNDER SECRETARY

Encl. As above
Copy for information to: Shri Quazi Sadeque Hossain, Asian Human Rights Society, 18, Ghulam Abbas Lane, Kolkata, West Bengal.

28/02/15
(R.V. SINGH)
UNDER SECRETARY

# ট্রাইব্যুনালের রায়ে সংশয়ে গঙ্গাপাড়ের সৌন্দর্যায়নের কাজ

এভাবেই সেজে উঠছে গঙ্গা তীর —এই সময়

## প্রকল্পের ধারাস্রোত

গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্যে অনুমোদিত প্রকল্প: ৩১৭। কেন্দ্রের খরচ ৫০৩.৯২ কোটি টাকা

ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটির আওতায় রাজ্যে অনুমোদিত প্রকল্প: ৩০। খরচ ১৩৫২.৫১ কোটি টাকা

নমামি গঙ্গে মিশনে এখনও পর্যন্ত অনুমোদনের জন্য রাজ্যের পাঠানো প্রকল্প: ৩১। আনুমানিক ব্যয় ১৭৯৩.১৬ কোটি টাকা

রিভার ফ্রন্ট ডেভলপমেন্টের জন্য আবেদনকারী পুরসভা: গঙ্গাসাগর, বজবজ, উত্তরপাড়া-কোতরং, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলি-চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া, হালিশহর, ব্যারাকপুর, উত্তর ব্যারাকপুর, খড়দহ, গাড়লিয়া, বরাহনগর, কল্যাণী

# কোন ধারায় মামলা, প্রশ্ন পুলিশেই

**এই সময়:** তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারাটিকে মঙ্গলবারই অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এই ঐতিহাসিক রায়ের পরও বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সাধারণ নাগরিক থেকে পুলিশ ও আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। ৬৬এ ধারাটি অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও ভারতীয় দণ্ডবিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের সমতুল ধারার অপব্যবহারের সুযোগ থাকছে না কি?

পাশাপাশি এই আইন অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় সরাসরি এখন থেকে এই আইনের আওতায় কোনও অপরাধ হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ঠিক কোন ধারায় ব্যবস্থা নেবে পুলিশ, তা নিয়েও বিশেষজ্ঞ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলির মধ্যে প্রশ্ন থাকছে। তবে একটি বিষয়ে আইনজ্ঞরা একমত। তা হল, ব্যঙ্গচিত্র কাণ্ডে অভিযুক্ত অম্বিকেশ মহাপাত্র-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও পর্যন্ত এই ধারায় যত মামলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের এ দিনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার সব ক্ষেত্রেই ধারাটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল।

তৃণমূল জমানায় এই ধারার অপপ্রয়োগের প্রথম ভুক্তভোগী অম্বিকেশবাবু বলেন, 'এই ধারায় এখনও আমার ও সুব্রত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। এই ধারা বাতিল হলেও সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অন্য ভাবে হেনস্থা করার সুযোগ খুঁজবে।' বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'এই ধারা সংবিধানের মৌলিক অধিকারে আঘাত করছিল। এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। রাজ্যে ওই ধারা মোতাবেক যে সব মামলা চলছে তার প্রত্যাহারের দাবি করছি আমরা।' ৬৬এ ধারা অনুযায়ী কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে কোনও ব্যক্তি অপরাধমূলক বা ভয় উৎপাদক বার্তা বা এমন কোনও বার্তা যা প্রাপকের দুশ্চিন্তা, অস্বস্তি, ভয়, বাধা, অপমান, ক্ষতি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, ঘৃণা উৎপাদন করতে পারে অথবা পরিচয় গোপন রেখে প্রাপকের অস্বস্তি বা দুশ্চিন্তা তৈরি করতে পারে এমন বার্তা পাঠান, তাহলে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে।

এই ধারাটি অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা হওয়ার পর তা হলে পুলিশ এখন কী করবে? কলকাতা পুলিশের এক সিনিয়র আইপিএস অফিসার বলেন, 'আদালতের সম্পূর্ণ নির্দেশ এবং এর পর কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করে, তা না দেখে কিছু বলা মুশকিল। তবে কারও কোনও মন্তব্য বা কাজ মানহানিকর অথবা উদ্বেগ, ভয় উৎপাদন বা শান্তিভঙ্গ করছে অথবা কেউ হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ থেকে ৫০৯ ধারায় পুলিশ মামলা করতে পারে।' সাইবার আইন বিশেষজ্ঞ বিভাস চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারার প্রায় সমতুল হিসাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ থেকে ৫০৯ ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনও মহিলাকে উদ্দেশ করে অশ্লীল মন্তব্য বা কটূক্তি করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা প্রয়োগ করা হয়। আবার ফেসবুক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এমন মন্তব্য করা হলে এতদিন তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারাটি প্রয়োগ করা হত। কেন্দ্র বিকল্প কোনও আইনের সংস্থান না-করা পর্যন্ত সাধারণভাবে ৫০৯ ধারাটিই প্রয়োগ করা হবে। তবে এক পুলিশকর্তা বলেন, 'ফেসবুক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপরাধে যে ভাবে তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ করা হয়, তার সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বিচার্য অপরাধের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পদ্ধতিগত ফারাক আছে। ফলে সতর্ক হয়ে এগোতে হবে।' কলকাতা পুলিশে সাইবার সংক্রান্ত যত অভিযোগ হয়, তার ৫০ শতাংশই ৬৬এ ধারার আওতাভুক্ত। আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, '৬৬এ ধারাটির সমতুল ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কোনও ধারা নেই। ফলে এ নিয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন।' অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'এ-ধারায় দায়ের পুরোনো মামলার ক্ষেত্রেও ৬৬এ ধারাটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল।'

## এ রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি অপরাধের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের দুই রেলমন্ত্রীকে নিয়ে পাঠানো 'সোনার কেল্লা'র অনুকরণে ব্যঙ্গচিত্র ই-মেলে ফরোয়ার্ড করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও এক রাত জেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র
- মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক মন্তব্য ফেসবুকে পোস্ট করায় গ্রেপ্তার প্রতিবাদী সিভিক পুলিশ ভলান্টিয়ার
- বছর ১৭ আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদক অনিল বিশ্বাসকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য ইন্টারনেটে ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল সুমিত বাজাজের বিরুদ্ধে। তখনও তথ্যপ্রযুক্তি আইন কার্যকর হয়নি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু হলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়

## ৬৬এ ধারা বাদ দিয়ে অন্য সাইবার অপরাধে এখন কী মামলা হতে পারে?

**তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ই ধারা:** কোনও পুরুষ ও মহিলার বিনা অনুমতিতে তাঁর দেহের গোপন অংশের ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া

**৬৬এফ:** দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌম বা জনসাধারণের কোনও অংশের ভাবাবেগ বা নিরাপত্তায় আঘাত করে এমন তথ্য বা নাশকতামূলক বিষয় ইন্টারনেটে ছড়ানো

**৬৬সি:** ই-মেল বা কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড চুরি করে প্রতারণা

**৬৭এ:** যৌন উদ্দেশে অশ্লীল ছবি-ভিডিয়ো প্রভৃতি তথ্যপ্রযুক্তি মাধ্যমে সম্প্রচার

**৬৭বি:** ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিশুদের যৌনক্রিয়ায় যুক্ত থাকার কোনও তথ্য, ছবি, ভিডিয়ো প্রচার

# স্বাধীনতার জয়ে স্বস্তি নাগরিক সমাজে

## বিতর্কিত ধারার ধারা-বিবরণী

### তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬(এ) ধারা কী

কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি যদি আপত্তিকর বা ক্ষতিকর চরিত্রের কোনও তথ্য পাঠায়, অথবা বিরক্তি, অসুবিধা, বিপত্তি তৈরির করার জন্য বা কাউকে বাধা দেওয়া বা অপমান করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানত কোনও মিথ্যা তথ্য পাঠায়, তবে তার শাস্তি সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাবাস ও জরিমানা

### সুপ্রিম কোর্ট কী বলছে

- ৬৬(এ) ধারা সংবিধানের ১৯(১)(এ) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এই অনুচ্ছেদে বাক স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে
- ভাবনাচিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার। জনসাধারণের জ্ঞানার্জনের স্বাধীনতায় সরাসরি বাধা দেয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬(এ) ধারা
- আইনরক্ষা সংস্থার পক্ষে কী ভাবে স্থির করা সম্ভব যে কোন বিষয়টি আপত্তিজনক আর কোনটি চূড়ান্ত আপত্তিজনক। এক জনের কাছে যা আপত্তিজনক তা আর এক জনের কাছে না-ই হতে পারে
- এই ধারায় ব্যবহৃত 'বিরক্তিকর', 'অসুবিধাজনক' বা 'আপত্তিজনক'-এর মতো পরিভাষাগুলি খুবই অস্পষ্ট। দোষী বা আইনরক্ষক, উভয় পক্ষের কাছেই ঠিক কোন কোন বিষয়গুলি অপরাধ তা স্থির করা এই সংজ্ঞা থেকে দুঃসাধ্য
- এই ...

বিচারপতিরা, যেখানে একই বিষয় 'আপত্তিজনক' না 'চূড়ান্ত আপত্তিজনক' তা নিয়ে দু'টি আদালতের দু'টি আলাদা রায় ছিল

- এই আইনের অপব্যবহার বন্ধ করা হবে বলে এনডিএ সরকার আদালতে হলফনামা দিতে চেয়েছিল, তা খারিজ করেছে বেঞ্চ। আদালতের মতে, সরকার আসবে যাবে কিন্তু এই ধারা তো থেকেই যাবে। বর্তমান সরকার তো আর পরবর্তী সরকারের হয়ে অপব্যবহার না করার আশ্বাস দিতে পারে না

### ছাড় কোথায়

যদি কোনও ওয়েবসাইটের উপাদান সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়ায়, সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে অথবা ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্কে প্রভাব ফেলে, একমাত্র তা হলেই সেই

## উচ্ছ্বাস সোশ্যাল মিডিয়া জু...

এই সময়, নয়াদিল্লি: উচ্ছ্বাস, আনন্দ, ব্যঙ্গ, কটাক্ষ এবং সবার উপর, স্বস্তি।

ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬(এ) ধারাকে সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পরমুহূর্ত থেকে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে যে সব প্রতিক্রিয়ার ঢেউ উঠল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো ছিল স্বস্তি এবং সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ। এটাই হয়তো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬(এ) ধারায় 'আপত্তিজনক' বক্তব্যের সংজ্ঞা এতটাই অস্পষ্ট, যে সব মন্তব্য সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ আইনত সিদ্ধ, তা-ই 'বেআইনি' হয়ে উঠতে পারে শুধুমাত্র ইন্টারনেটে বলা হয়েছে বলে। এবং তার প্রমাণও মিলেছে গত ৭ বছরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শহরজোড়া বন্‌ধে বিরক্তি প্রকাশ থেকে রাজনীতিকদের নিয়ে ইয়ার্কি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা হয়ে উঠেছে গ্রেপ্তারির কারণ। আর তাই এই ধারার এমন পরাজয়ের দিনে স্বস্তি প্রকাশ করতে সেই সোশ্যাল মিডিয়াকেই বেছে নিয়েছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা।

সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় প্রতিক্রিয়া। প্রত্যাশিত ভাবেই প্রথম মুখ খোলেন দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা প্রকাশ্যে এই রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছেন তাঁরাই। ৬৬(এ) ধারার ...

### ধর্ষণ ভিডিয়ো, ধৃত ১

এই সময়, নয়াদিল্লি: দুই মহিলাকে গণধর্ষণের ভিডিয়ো হোয়াট্‌সঅ্যাপে ছড়িয়ে দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেই অপকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে সুব্রত সাহু নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। সে ওড়িশার লোক। ভিডিয়ো দেখেই তাকে শনাক্ত করা হয়। ধর্ষণ করার সময় হাসতে-হাসতে ক্যামেরার দিকে মুখ করে ভিডিয়োগুলি তুলিয়েছিল সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা। এক মহিলা মানবাধিকার কর্মী এ ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

করেছিল পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিবার্টিজ। তাদের আইনজীবী করুণা নন্দী ফেসবুকে লেখেন, 'তিন বছর পর সাফল্য এল। বিশ্বাস হচ্ছে না! ধন্যবাদ ভারতের সংবিধান, এখনও আমাদের সম্মান রক্ষা করে চলার জন্য।' বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ে আবার অভিনন্দন জানিয়েছেন রায়দানকারী বিচারপতি রোহিন্টন নরিম্যানকে। ২০০৯ সালে দিল্লি হাইকোর্টে ৩৭৭ ধারাকে বেআইনি ঘোষণা করা হেগড়ের টুইট, 'নরিম্যানকে বলেছিলাম, বিচারক হলে ভারতে বাক স্বাধীনতা যেন নিশ্চিত করেন।

ঝড় বয়েছে রসিকতারও। ... ক্ষেত্রেই নিশানা হয়েছেন যে সব রা... ৬৬(এ) ধারার অপব্যবহার ঘ... তাঁরাই। টুইটার ব্যবহারকারী সি... যেমন নানা 'আপত্তিজনক' মন্ত... পরীক্ষা করে দেখেছেন কেউ ধরে... তাঁর টুইট, 'বাল ঠাকরের শেষ য... ভয়ানক জ্যাম হয়েছিল! আজম... মোষগুলো নেহাতই গবেট। ... দেখতে পিটার পেটিগ্রিউয়ের (হ্যা... সিরিজের অন্যতম খলনায়ক) মতো... হ্যাশট্যাগ, '৬৬এ টেস্টিং'। আর এক... সাইট রেডিট-এও ছিল উৎসবের ... এক ইউজার লেখেন, 'সুপ্রিম ... জিন্দাবাদ! এ বার কি আমরা নিশ্চিন্তে... খানকে গালাগালি করতে পারি?'

মাউথশাট ডট কমের সিইও ... ফারুকি উচ্ছ্বসিত। তাঁর কথায়, '... রায় দেশকে ডিজিট্যাল ট্রান্সফ... সাহায্য করবে। দেশকে পুরোপুরি ডি... বানানোর জন্য সবেমাত্র উদ্যোগ শুরু... এর ফলে অপ্রয়োজনীয় গ্রেপ্তার, ... হবে। তা স্বস্তির। ভারত মুক্ত, ভারত ... আরও নানা ওয়েবসাইট সংস্থা সুপ্রিম ... এই রায়ে উল্লসিত। আর সবার শে... স্বাধীনতার জয় বলে এই রায়কে ...

# ফেসবুকের দেওয়ালে নেই কণ্ঠরোধের ধারা

## তথ্যপ্রযুক্তির আইনের ৬৬এ ধারার ভুক্তভোগী যাঁরা

**অম্বিকেশ মহাপাত্র:** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল রায় ও দীনেশ ত্রিবেদীকে নিয়ে একটি কার্টুন ই-মেল করার দায়ে ২০১২ সালে গ্রেপ্তার হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক

**অসীম ত্রিবেদী:** সংসদ ও সংবিধানের সমালোচনা করে একটি কার্টুন আঁকার জন্য দেশদ্রোহের অভিযোগে ২০১২ সালে গ্রেপ্তার করা হয় এই কার্টুনিস্টকে

**কনওয়াল ভারতী:** ২০১৩ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের আইএএস অফিসার দুর্গাশক্তি নাগপালকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন এই লেখক, সমাজবাদী পার্টি নেতা আজম খানের সমালোচনাও করেন। এর পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

**দেবু ছোড়নকর:** নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশে 'হলোকস্ট' শুরু হবে, ২০১৪ সালে একটি পোস্টে এমন লেখেন এই জাহাজ কর্মচারী। এই দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ আনা হয়। পরে পোস্টটি ডিলিট করে দিলেও নিজের বক্তব্য থেকে নড়েননি তিনি

**ময়ঙ্ক শর্মা ও কেভি রাও:** নিজেদের ফেসবুক গ্রুপে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য লেখার জন্য এই দুই এয়ার ইন্ডিয়া কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়

**শাহীন ধাদা ও রেণু শ্রীনিবাসন:** বাল ঠাকরের শেষযাত্রা উপলক্ষে গোটা মুম্বই অচল করে দেওয়ার প্রতিবাদে ফেসবুকে পোস্ট ও মন্তব্য করেছিলেন এই দুই ছাত্রী। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার জেরেই ৬৬ (এ) ধারার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়

**কিশোরী শর্মা, বংশী লাল ও মোতি লাল:** ফেসবুকে একটি 'ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়া' ভিডিয়োয় তাদের ট্যাগ করা হয়েছিল, এই 'অপরাধে' কিশ্‌তওয়ারের এই তিন কিশোরকে ৪০ দিনের জন্য জেলে কাটাতে হয়। এক জন ওই ভিডিয়োটিতে মন্তব্য করেছিল

**রজীশ কুমার:** মোদীর 'আপত্তিজনক' ছবি পোস্ট করা ও তাঁর বিরুদ্ধে মন্তব্য করার জন্য এই সিপিএম কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, তাঁর পোস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা ছিল

**উত্তরপ্রদেশের এক একাদশ শ্রেণির ছাত্র:** সম্প্রতি আজম খানের বিরুদ্ধে একটি ফেসবুক পোস্ট করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় এই কিশোরকে। পরে তার বাবা-মা ক্ষমা চাইলে ছেড়ে দেওয়া হয়

...ময়, নয়াদিল্লি: শেষ পর্যন্ত আইনি ...য়ে জয় হল বাক স্বাধীনতারই। ...যুক্তি আইনের বিতর্কিত ৬৬এ ধারা ... করে দিল শীর্ষ আদালত। এই ধারা ...ী ইন্টারনেটে আপত্তিকর বা ক্ষতিকারক ... করার জন্য যে-কোনও ব্যক্তিকে ... করার অধিকার ছিল পুলিশের। কিন্তু ...আপত্তিকর' বা 'ক্ষতিকারক' কথাগুলির ...ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না। ফলে অনেক ...ই সরকার বা রাজনৈতিক দলের ...হিংসা চরিতার্থ করার হাতিয়ার হয়ে ...ছ এই আইন। কখনও রাজনৈতিক ...ন্দী, কখনও সাধারণ সমালোচকও হয়ে ...ছন সহজ নিশানা। কলকাতার অম্বিকেশ ...াত্র থেকে মুম্বইয়ের শাহিন ধাদা, ...কেই এই আইনের ধোঁয়াশার জালে বন্দি ...ছন। ধারাটি যে পুরোপুরি অস্পষ্ট, ...থা এ দিন স্বীকার করেছে আদালতও। ...ফলবার বিচারপতি জে চেলামেশ্বর ও ...পতি আর এফ নরিম্যানের বেঞ্চ পরিষ্কার ...য়ে দিল, ৬৬এ ধারাটি অসাংবিধানিক। ...ব তা বাতিল করা হল। এমনকি, এই ...র অপব্যবহার হবে না বলে সরকারের ...সকেও গুরুত্ব দেননি দুই বিচারপতি। ... ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে ...লতে বেশ কয়েকটি আবেদনের বিচারে ...ন নিজেই রায়টি পড়ে শোনান বিচারপতি ...্যান, 'তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারা ...র্ণ ভাবে বাতিল করা হল।' দুই বিচারপতি ...্য করেন, এই ধারা বাক স্বাধীনতা ও ...প্রকাশের স্বাধীনতার একেবারে মূলে ...াত করে। অতএব, এমন ধারা বজায় রাখা ...ব নয়। এই ধারা সরাসরি সাধারণ মানুষের ...ার অধিকারকেও খর্ব করে বলে মত শীর্ষ ...ালতের। তবে, উস্কানি ও বিদ্বেষমূলক ...ব্যের ক্ষেত্রে যিনি মন্তব্য পোস্ট করছেন, ... বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ...প্রযুক্তি আইনের অন্য ধারাগুলিই সেখানে ...ষ্ট বলে মনে করছে আদালত।

...৬৬এ ধারার পক্ষে এর আগে আদালতে ...য়াল করলেও এ দিন রায় ঘোষণার পর আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, 'যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের উদার হওয়া উচিত। ভারত একটি মুক্ত দেশ। আমরা কখনওই ভাববিনিময় বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করাকে সমর্থন করিনি।' যাঁর উদ্যোগে ২০১২ সালে এই আইনি লড়াইয়ের শুরু, এ দিনের রায়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি সেই শ্রেয়া সিংঘল অবশ্য বলেছেন, 'কংগ্রেস সরকার, বিজেপি সরকার সবাই এই ধারার অপব্যবহার করেছে। সরকারের নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা থাকে। কিন্তু আইন হওয়া উচিত মানুষের জন্য। জেলে যাওয়ার ভয়ে কেউ নিজের মত প্রকাশে ভয় পাবেন, এটা হওয়া উচিত নয়।'

২০১২ সালের নভেম্বরে বাল ঠাকরের মৃত্যুর পর মুম্বইয়ের জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে মন্তব্য পোস্ট করায় এবং সেই মন্তব্য 'লাইক' করায় গ্রেপ্তার হন শাহিন ও রেণু নামে দুই তরুণী। তার পরেই ওই ধারার বৈধতা নিয়ে সরাসরি শীর্ষ আদালতে চ্যালেঞ্জ জানান আইনের ছাত্রী শ্রেয়া। পরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, তসলিমা নাসরিনের মতো লেখিকা এবং ৬৬-এ ধারার 'শিকার' হওয়া বিভিন্ন ব্যক্তি বাক স্বাধীনতা রক্ষার এই লড়াইয়ে যোগ দেন। ক্রমশ দেশব্যাপী সোশ্যাল মিডিয়াতেও বাক স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। আবেদনকারীদের মূল বক্তব্য ছিল, এই ধারা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারকে খর্ব করছে। কারণ, তা বাক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী।

▶ এর পর এগারোর (এই দেশ) পাতায়
▶ শুরুর আগেই বিজয়ী শ্রেয়া পৃঃ ১১
▶ উচ্ছ্বাস সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে পৃঃ ১১

### খতিয়ে দেখা হবে সরকারি বিজ্ঞপ্তি

# কোর্টের সিদ্ধান্তে পুরভোটেই জট

এই সময়: আগামী ১৮ এপ্রিল কলকাতা পুরসভা এবং ২৫ এপ্রিল আরও ৯১টি পুরসভার ভোট গ্রহণ করার কথা। কিন্তু ওই দু'দিন ভোট গ্রহণ হবে কি না, তা নিয়ে মঙ্গলবার ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হল। ওই দু'দিন ভোট গ্রহণ করতে রাজ্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তার আইনি ও সাংবিধানিক বৈধতা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুরভোট নিয়ে চলতি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। সেই মামলায় তিনটি বিচার্য বিষয়ের অন্যতম হল রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তির বৈধতা যাচাই করা। বাকি দু'টি বিষয় হল, ছয়টি পুরসভার ভোট স্থগিত রাখার পক্ষে রাজ্য সরকারের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত কি না এবং ভোটের দিন ও দফা নির্ধারণ-সহ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক ও আইনি ক্ষমতা কার।

প্রধান বিচারপতি এ দিন নির্দেশ দিয়েছেন, এই তিনটি বিষয়ে ৩ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে। এই দুই পক্ষের বক্তব্যের জবাবে মামলাকারীকে তাঁর বক্তব্য জানাতে হবে ৬ এপ্রিলের মধ্যে। এরপর আদালত দ্রুত মামলার শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে চায় বলে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন। মামলাটিকে আদালত যে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তা-ও স্পষ্ট করেছে আদালত। সোমবার ডিভিশন বেঞ্চ কমিশন ও সরকারকে তাদের বক্তব্য জানাতে চার সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। সেই হিসাবে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত সময় পেয়েছিল তারা। ততদিনে কলকাতা পুরসভার ভোট হয়ে যেত। বাকি পুরসভাগুলির ভোটের আগে শুনানি শেষ হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ দিন ডিভিশন বেঞ্চ যে অবস্থান নিয়েছে তাতে কলকাতা-সহ ৯২ পুরসভার ভোটের আগেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। ফলে ফয়সালা হয়ে যাবে ওই পুরসভাগুলির ভোট নিয়ে সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি বৈধ কি না।

▶ এর পর নয়ের (এই শহর) পাতায়
▶ নালিশে আমল দিল না কোর্ট পৃঃ ৯

### আদালতের আগের রায়

- রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইনের ৮ নম্বর ধারাটি অসাংবিধানিক, কারণ তা সংবিধানের ২৪৩ কে অনুচ্ছেদের পরিপন্থী

**বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার,** ১০ মে, ২০১৩। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ও দফা নির্ধারণের ক্ষমতা নিয়ে রাজ্য সরকার বনাম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মামলা

- সংবিধানের ২৪৩ কে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ভোট পরিচালনায় রাজ্য সরকারকে কমিশনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে

**বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণণের ডিভিশন বেঞ্চ,** ১৯ অক্টোবর, ২০০৬ কিষাণ সিং টোমর ও আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মামলা

### যা আছে সংবিধানে

**পঞ্চায়েত নির্বাচন (পুরভোটও এর অন্তর্ভুক্ত) পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণে শেষ কথা রাজ্য নির্বাচন কমিশন**

**সংবিধানের ২৪৩ কে অনুচ্ছেদ**